দৈনিক সংবাদ 180

তারিখ 20 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ৮

৬ই আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের প্রশাসন সমস্যা

বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আর এর মূলে রয়েছে সাবেক পাঠশালা প্রশাসন পদ্ধতি। ফলে বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো যেমন ভেঙ্গে পড়েছে, তেমনি শিক্ষক অসন্তোষ, দলাদলি, কোন্দল শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে দিচ্ছে। বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশকিছু পরিবর্তন করা হলেও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা আদৌ কার্যকরী হয়নি।

বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের পরিচালনা সমস্যার একটি প্রধান কারণ হলো একজনের অর্থাৎ প্রধান শিক্ষকের হাতে সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখা। তিনি একাধারে প্রধান শিক্ষক এবং সেক্রেটারীর কাজ করে থাকেন। ফলে তিনি ঐ বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় হিসাব থেকে উন্নয়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যাপার পর্যন্ত সকল ব্যবস্থা করে থাকেন। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুটো দলের সৃষ্টি হয়। একটি প্রধান শিক্ষকের দল, অপরটি বঞ্চিত শিক্ষক-শিক্ষিকার দল।

আধুনিক ব্যবস্থায় এর পরিবর্তন দরকার। কারণ প্রয়োজনের তাগিদেই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভাগগুলোতে বিভাগীয় প্রধান পদে রোটেশনের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এতে বিভাগীয় কোন্দল যেমন কমেছে, তেমনি যথেচ্ছাচার বন্ধ এবং শিক্ষার পরিবেশও সুস্থ হয়ে উঠেছে। মাধ্যমিক, মাধ্যমিক বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। প্রশাসনিক ব্যবস্থা তাই হতে হবে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এ ছাড়া চলতি পদ্ধতি অনুসারে প্রধান শিক্ষকের সাথে শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের যোগাযোগ সীমাবদ্ধ থাকার তারা শুধু তাদের ভালটুকু আদায় করে থাকেন। ফলে সহকারী শিক্ষকদের সমস্যা তুলে ধরার কোন উপায় থাকে না। এতে সহকারী শিক্ষকরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।

এ যোগাযোগশূন্যতার ফলেই বেতন স্কেলের বিরাট বৈষম্য ঘটেছে। একই যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী একজন সিনিয়র শিক্ষক পাচ্ছেন ১৩৫০ টাকার স্কেল আর একজন প্রধান শিক্ষক পাচ্ছেন ২৪০০ টাকার স্কেল। শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি যেহেতু পদভিত্তিক নয়—শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক সেহেতু সমযোগ্য শিক্ষকের বেতন স্কেলে এই বৈষম্য থাকতে পারে না।

১৯৭৯ সালে বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 'চাকরি বিধি প্রণয়ন' বোর্ডে অধিকাংশ প্রধান শিক্ষক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। চাকরিবিধিতে তাই প্রধান শিক্ষকদের সুবিধামত বহু কালাকানুন সংযোজিত হয়েছে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্লাস রুটিনের সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই। দৈনিক একজন শিক্ষককে বিরতিহীন সাত-আটটি বিষয়ে ক্লাস চালিয়ে যেতে হয় এবং শ্রেণী কক্ষে বেতন আদায়কারীর ভূমিকা পালন করতে হয়। এতে শিক্ষার্থীদেরকে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাদান সম্ভব নয়। যুগের পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অনিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার আজও পরিবর্তন হয়নি। এ ক্ষেত্রে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বেতন আদায় এবং ক্লাসের সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকা বাঞ্ছনীয়।

এ বিষয়ে শিক্ষা বিভাগ ও নবগঠিত শিক্ষা কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই—শিক্ষা কমিশন বুদ্ধিজীবী, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ নিয়ে গঠিত। তাঁরা যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল প্রশাসন সমূহের অব্যবস্থাগুলো সমাধানকল্পে সুষ্ঠু ও কার্যকরী প্রস্তাব সরকারের কাছে পেশ করেন।

সহকারী শিক্ষককে কোণঠাসা করে রাখলে, সেখানে প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ গড়ে উঠবে না। এ ক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হলো মূল কমিটিকে ঠিক রেখে প্রধান শিক্ষক যিনি সম্পাদক বা সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করবেন, তাকে প্রতি তিন বছর অন্তর সরিয়ে পরবর্তী সিনিয়র শিক্ষককে সেই দায়িত্বে নিযুক্ত করা হোক, এবং সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মচারী প্রতি তিন বছরের জন্য সভাপতি হবেন। যে ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় সমুহের বিভাগগুলো চলছে।

মোঃ শামসুল আলম, শিক্ষক,
রমনা উচ্চ বিদ্যালয়, রমনা, ঢাকা।